চতুর্দশ অধ্যায়

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

উৎপাদন, বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতিতে বেসরকারি খাত বিরাট ভূমিকা রাখছে। দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা তথা এসডিজি অর্জনে অর্থনৈতিক খাত বিশেষতঃ শিল্প ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ খুবই প্রয়োজন। উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্প ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের (Public Private Partnership) ভিত্তিতে সরকার নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,৬৬২টি বেসরকারি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা ছিল ১,১০,১৬১.৪০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) ১,১৩৭টি বেসরকারি প্রকল্পে এ প্রস্তাবনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৪৪,৮১৬.১০ কোটি টাকা। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্পের ক্রমঃবিকাশ শিল্প খাতকে শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে এবং দেশে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্য পূরণেও বেসরকারি বিনিয়োগ কাজ করে যাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) মোট ৩২,৯২৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৭ শতাংশই উৎপাদিত হয়েছে বেসরকারি খাত থেকে। ২০১৬ পঞ্জিকা বর্ষে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে ২,৩৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ পরপর সপ্তম বারের মত Moody's এবং S&P কর্তৃক স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba3 এবং BB- রেটিং অর্জন করেছে। Fitch Rating এ বাংলাদেশ পরপর দুবার BB- রেটিং পেয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগে সরকারের পক্ষ থেকে নানা কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স পদ্ধতি প্রবর্তন করে জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের মোট বিনিয়োগ জিডিপির ৩০.২৭ শতাংশ। এর মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান ২৩.০১ শতাংশ। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করতে সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে নানাবিধ ফলপ্রসু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মূলতঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও বর্তমান প্রতিযোগিতাময় মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখা এবং জনগণের দোরগোড়ায় সকল সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়। সে লক্ষ্যে, বেসরকারি বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকার বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনসহ ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। সরকারের প্রণয়নকৃত বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা, আইন ও নানা বিধিগত সংস্কার তথা বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে ক্রমেই বিশ্ব দরবারে উজ্জ্বল করে তুলছে।

বিনিয়োগ পরিবেশ

বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) প্রকাশিত ডুয়িং বিজনেস বিষয়ক প্রতিবেদন মূলতঃ বিশ্বের দেশসমূহের বিনিয়োগ পরিবেশকে প্রতিফলিত করে। এ প্রতিবেদন বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িক অবস্থান, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, ঋণ প্রাপ্তির অবস্থা, ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্র সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরে। ২০১৭ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী এজ অব ডুয়িং বিজনেসঃ বিজনেস গ্লোবাল র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৭৬তম। তবে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৭০তম। তাছাড়া, ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৭তম। এছাড়া, ব্যবসা শুরু ও কর

প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অবস্থান যথাক্রমে ১২২তম ও ১৫১তম।

নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিআইডিএ) বিনিয়োগকারীদের সেবা দান অব্যাহত রাখতে Online Service Tracking System (BOST) চালু রেখেছে। এছাড়া, আইটি বিষয়ক সেবা ও পরামর্শ প্রদান এবং Online Registration System (ORS) এর মাধ্যমে সেবা প্রদান অব্যাহত আছে। অন এরাইভেল ভিসা, ই-ভিসাসহ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সকল ভিসা ও কার্য অনুমতি (work permit) অনলাইনে প্রদান করা হয়। তাছাড়া, বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির প্রক্রিয়াও অনলাইনে করা হয়ে থাকে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০০ এর নিচে আনার লক্ষ্যে প্রতিটি নির্দেশকের উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে আলোচনা করে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ থেকে প্রতিটি নির্দেশকের সময়, খরচ ও প্রক্রিয়া কমানোর কাজ শুরু হয়েছে।

সার্বভৌম ঋণমান (Sovereign Credit Rating)

আন্তর্জাতিক ঋণমান নিয়ন্ত্রণকারী দু'টি প্রতিষ্ঠান 'Standard and Poor's (S&P) এবং 'Moody's বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সার্বভৌম ঋণমান অবস্থান প্রকাশ করে। ২০১০ সালে সংস্থা দুটি বাংলাদেশকে প্রথমবারের মত তাদের সার্বভৌম ঋণমান তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। এ রেটিং তালিকায় ২০১০ সালে Moody's এবং S&P বাংলাদেশকে যথাক্রমে Ba3 এবং BB- মান প্রদান করেছে। দুটি সংস্থাই প্রতি বছর এ ঋণমান পুনর্মূল্যায়ন করে। বাংলাদেশ পরপর সপ্তমবারের মত Moody's এবং S&P কর্তৃক স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba3 এবং BB- রেটিং অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের পিছনে এবং পাকিস্থান ও শ্রীলংকার উপরে। অপর একটি ঋণমান প্রতিষ্ঠান Fitch Rating এ বাংলাদেশ পরপর দুবার BB- রেটিং পেয়েছে, যা স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক খাতের দৃঢ় অবস্থানের প্রতিফলন। এরূপ রেটিং এর ফলে ঋণপত্রের খরচ হ্রাস পাবে এবং এতে আমদানি ব্যয় সাশ্রয় হবে। দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

প্রকৃত বিনিয়োগ (বৈদেশিক ও স্থানীয়)

প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI)

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত অর্ধ-বার্ষিক এণ্টারপ্রাইজ জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়। ২০১৬ পঞ্জিকা বর্ষে মোট স্থূল (gross) প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ২,৮২৮.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে অবিনিয়োগকৃত প্রবাহের পরিমাণ ৪৯৬.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সরাসরি বিনিয়োগ ২,৩৩২.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র ১৪.১ এ ২০১০ সাল থেকে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ধারা উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) প্রবাহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ১৪.১ এ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ দেখানো হলো। এ সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রকৃত বিনিয়োগ প্রবাহের প্রধান উপাদান হলো পুনঃবিনিয়োগ। এরপর রয়েছে সমমূলধন ও আন্তঃকোম্পানি ঋণ।

সারণি ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদান ভিত্তিক প্রবাহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিনিয়োগ উপাদান	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
সমমূলধন	৪২৫.৬	৫০৩.৭	৪০১.৬	৮০৯.২৫	২১৮.৫৫	৫১৯.৯৮	৪৩১.৮৫	৪৯৭.৬৩	৫৪১.০৬	২৮০.৩১	৬৯৬.৬৭	৯১১.৩৮
পুনঃবিনিয়োগ	২৪৭.৫	২৬৪.৭	২১৩.২	২৪৫.৭৩	৩৬৪.৯৪	৩৬৪.৬২	৪৮৯.৬৩	৫৮৭.৫৩	৬৯৭.১১	৯৮৮.৭৯	১১৪৪.৭৪	১২১৫.৩৯
আন্তঃ কোম্পানি ঋণ	১৭২.২	২৪.১	৫১.৫	৩১.৩৩	১১৬.৬৭	২৮.৭২	২১৪.৯০	২০৭.৪০	৩৬০.৯৯	২৫৭.৬০	৩৯৩.৯৮	২০৫.৯৫
সর্বমোট	৮৪৫.৩	৭৯২.৫	৬৬৬.৩	১০৮৬.৩১	৭০০.১৬	**৯১৩.৩২**	**১১৩৬.৩৮**	**১২৯২.৫৬**	**১৫৯৯.১৬**	**১৫২৬.৭০**	**২২৩৫.৩৯**	**২৩৩২.৭২**

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রকৃত স্থানীয় বিনিয়োগ

বাংলাদেশ ব্যাংকের মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানির পরিসংখ্যান এবং 'বিআইডিএ'তে বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্ধিতকরণের অর্থের পরিমাণ হতে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে ৬৫ শতাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির হারকে শিল্পায়নের গতিধারা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যন্ত ২,৫৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরের একই সময়ে এ আমদানির পরিমাণ ছিল ২,০৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র ১৪.২ এ ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.২: মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

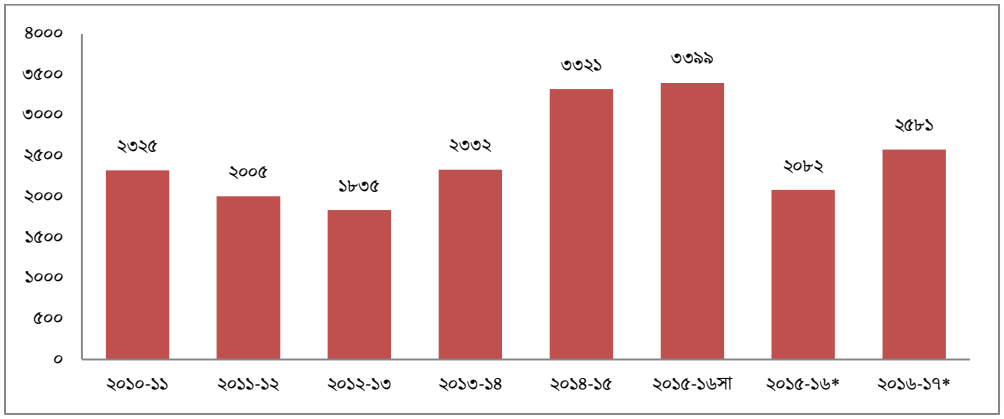

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। সা-সাময়িক, * জুলাই- ফেব্রুয়ারি।

যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বৈদেশিক)

বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিয়োগ নিবন্ধন, যা পরবর্তীকালে প্রকল্প সংক্রান্ত সার্বিক সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মোট ১,৮৮৯টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ৪৩,৩৫৬ কোটি টাকা। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১,১৩৭টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৪৪,৮১৬ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাস পর্যন্ত নিবন্ধিত প্রকল্পের সংখ্যা ১,০৪৬টি এবং একই সময় পর্যন্ত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫৬,৬৪২ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি তথ্য সারণি ১৪.২ এ বর্ণনা করা হলো:

সারণি ১৪.২ঃ বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন

অর্থবছর	স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		মোট প্রস্তাবনা		প্রবৃদ্ধি (%)
	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	
২০০৫-০৬	১৭৫৪	১৮৩৭০	১৩৫	২৪৯৮৬	১৮৮৯	৪৩৩৫৬	+১২৪.৬২
২০০৬-০৭	১৯৩০	১৯৬৫৮	১৯১	১১৯২৫	২১২১	৩১৫৮৩	-২৭.১৫
২০০৭-০৮	১৬১৫	১৯৫৫৩	১৪৩	৫৪৩৩	১৭৫৮	২৪৯৮৬	-২০.৮৯
২০০৮-০৯	১৩৩৬	১৭১১৭	১৩২	১৪৭৪৯	১৪৬৮	৩১৮৬৭	+২৭.৫৪
২০০৯-১০	১৪৭০	২৭৪১৪	১৬০	৬২৬১	১৬৩০	৩৩৬৭৪	+৫.০০
২০১০-১১	১৭৪৬	৫৫৩৬৯	১৯৬	৩৬৫২৪	১৯৪২	৯১৮৯৩	+১৭৩
২০১১-১২	১৭৩৫	৫৩৪৭৬	২২১	৩৪৪১৬	১৯৫৬	৮৭৮৯৩	-১০.০০
২০১২-১৩	১৪৫৭	৪৪৬১৫	২১৯	২২০৭২	১৬৭৬	৬৬৬৮৭	-২৪.০০
২০১৩-১৪	১৩০৮	৪৯৭৫৯	৮৩	১৮৫৩১	১৪৩২	৬৮২৯১	+২.৪০
২০১৪-১৫	১৩০৯	৯১২৭৩	১২০	৮০৬১৯	১৪২৯	৯৯৩৩৪	+৪৫.৪৬
২০১৫-১৬	১৫১১	৯৪৫৮৫	১৫১	১৫৫৭৬	১৬৬২	১১০১৬১	(+) ৯.৮৬
২০১৬-১৭*	১০২৮	৬১৩৫৬	১০৯	৮৩৪৫৯	১১৩৭	১৪৪৮১৬	

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

সম্পূর্ণ স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১০-১১ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল ৫৫,৩৬৯ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিনিয়োগের এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৪,৫৮৫.৪০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই,২০১৬-ফেব্রুয়ারি,২০১৭) মোট নিবন্ধিত স্থানীয় বিনিয়োগ ৬১,৩৫৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। বিনিয়োগের পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭,৬৭৫.৮১ কোটি টাকা বেশী। স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি ১৪.৩ এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৩ঃ স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

(কোটি টাকা)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৫২০০.৬৯	৬১১৯.৬	৫৪৬৫.৪১	৭৫১০.৫৩	১১৩৮২.০২	১০৬৫৭.১১	৬৭২৭.১৫	৪৪২০.৯৮
ফুড এন্ড এলাইড	১৭৪৪.০৪	১০৮২.২	৮৮৩.৭৫	১৮০৮.৩০	৪২৭৯.২২	২৬১৯.৬৪	১২৭০.৯৭	২৪৯৮.৬৬
টেক্সটাইল শিল্প	১৫৪০৩.৬৫	১০৫৫৭.৬	১৭২৮০.৩৬	৮২২৯.৬৫	১৭৬৪৭.৩৩	১৬৯১১.৭০	১৩৩৪৯.৯৭	৮০৯৫.৩২
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	২৫৫.৬১	৪১৫.১	৫১৫.৬৯	৪৩০.০৭	৭৯০.৭৮	৭০৪.৯৭	৪২৬.১৮	১৯২৪.৩৪
ট্যানারি এন্ড লেদার শিল্প	২০১.৮৩	১৩৮.৬	২৯০.৭৬	৭১৬.১৬	৫৫৫.১৮	১৫০৫.২৩	৬৮৪.৯০	১০৬৭.৪৭
কেমিক্যালস শিল্প	৬৫০৯.২৩	৯৫৪৯.১	৭৫০৪.৮৯	৭৮৬৮.৫৩	২৩০৮৪.৩৪	৩১৮২৪.০৬	১১৫৬১.৮৩	১৪৯০৫.৯৯
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	২০৭.৬৪	২৪০.০	১৮৫.২৭	৭৭৩.৫৬	১৯২৫.৪৬	৭৬৫.০৪	৫৪২.৭৬	১৯২৫.৯৪
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	৩৫৮৬.১৬	৪৯৫৮.২	৩১৯০.২৪	৬১২৯.৪২	৮৯৮৯.৭২	১৩৩৮৪.৭১	৮০০৯.৮০	৯৯৪৮.১৫
সার্ভিস শিল্প	২২২৩১.৭০	১৫৫০৬.১	৮৭২৬.৭৯	১৫৮৬৮.৩২	২০৯৬৫.৪২	১০৭৫১.২৭	৮৪৬৫.৫৬	৯৫৭৯.৮২
বিবিধ শিল্প	২৮.৪৯	৪৯১০.১	৫৭১.৬৪	৪২৯.৪০	১৬৫৩.৫৭	৫৪১.৬২	২৬৪১.৭৩	৭০০৮.৯৫
মোট	**৫৫৩৬৯.০৫**	**৫৩৪৭৬.৬**	**৪৪৬১৪.৮৫**	**৪৯৭৫৯.৩২**	**৯১২৭৩.০৪**	**৯৪৫৮৫.৪০**	**৫৩৬৮০.৮৭**	**৬১৩৫৬.৬৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। * জুলাই- ফেব্রুয়ারি।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই, ২০১৬-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) কেমিক্যাল শিল্প খাতে প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (২৪.২৯%)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো ইঞ্জিনিয়ারিং (১৬.২১%), সার্ভিস (১৫.৬১%) ও বস্ত্র শিল্প (১৩.১৯ %)। লেখচিত্র ১৪.৩ এ স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাত ভিত্তিক বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

লেখচিত্র ১৪.৩ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

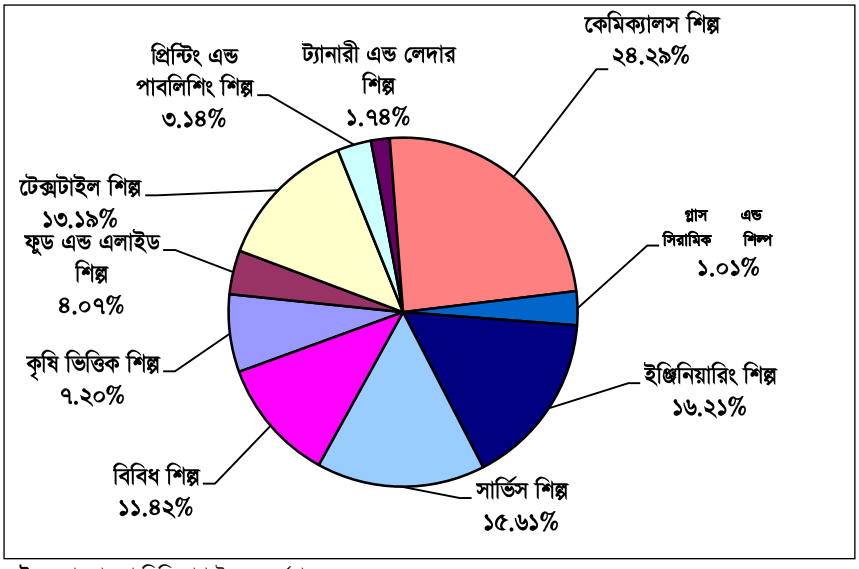

উৎসঃবাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

সম্পূর্ণ বিদেশি ও যৌথ মালিকানাধীন বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগে মোট ১০৯টি নতুন প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যাতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৮৩,৪৫৯.৪০ কোটি টাকা। নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার প্রধান খাতগুলো হলো সেবা, প্রকৌশল ও কৃষিভিত্তিক শিল্প । সারণি ১৪:৪ এ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশিত করা হলো:

সারণি ১৪.৪ঃ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	১২২.৫১	৯৬.৯০	৯৪.৩৮	৭৫.২৪	২৯.৬৭	৩৮.১৯	২৩.৯৩	৩৩.৫৫
ফুড এন্ড এলাইড শিল্প	১২.৮৩	৯৮.৯১	১৩.১২	৪.৬৯	০.১২	৬.৮০	৫.৫৪	১৪.৪৮
টেক্সটাইল শিল্প	১৬০.১৪	২৪৯.৫০	৫৪.৬৩	৬২.৬৬	৮.৩৫	১৬.১০	১৪.৯৬	০.৪৫
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	০.০০	০.৭৫	-	-	-	১.৮৪		
ট্যানারী এন্ড লেদার শিল্প	৫.৯৮	১৭.৫২	৫৭.২৯	৩২.৫৫	১৭.৪৯	১১.৩৫	৯.৭৫	৩.৩৩
কেমিক্যালস শিল্প	৬৯.৫৩	১৬৫.৩০	২৯.৬৬	২০.৫০	৬৩.২৯	৫১.৫১	৮.৯৩	১৬.৭৫
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	২৬.৩৭	৬.৪৪	১.৬৮	০.৭৮	০.১৯	৭.০০	৭.০০	১২.৭৫
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	১২৮৫.৯৩	৩৫৭৪.১৩	২০.৭৬	২৩৭.৭৩	২৪৪.০৪	২২২.২৩	৬২.৩০	২৫৩৫.২৮
সার্ভিস শিল্প	৩৪৩১.৫২	৮৮.৬৬	২৪৮১.৯৯	১৬৮৭.০০	৫৪.৩৮	১০৭.৯৭	৭৭.৪৭	৭৫১৫.০১
বিবিধ শিল্প	০.৭৩	১৩.৩৫	৪৬.৫৭	৭.১২	৫.১২	৫১.৯৮	১১.২৯	২৪৫.৯৯
মোট	**৫১১৫.৫৮**	**৪৩১১.৫১**	**২৮০০.১১**	**২১২৮.৩২**	**৪২২.৬৯**	**৫১৫.০২**	**২২৩.০৬**	**১০৩৭৭.৬৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, * জুলাই- ফেব্রুয়ারি।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জুলাই,২০১৬-ফেব্রুয়ারি,২০১৭) নিবন্ধিত নতুন ১০৯টি বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে সেবা খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (৭২.৪২%), প্রকৌশল খাতে

(২৪.৪৩%)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো-গ্লাস ও সিরামিক শিল্প (১.০১%)ও কৃষিভিত্তিক শিল্পখাত (০.৩২%)। লেখচিত্র ১৪:৪ এ নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরা হলো:

লেখচিত্র ১৪.৪: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

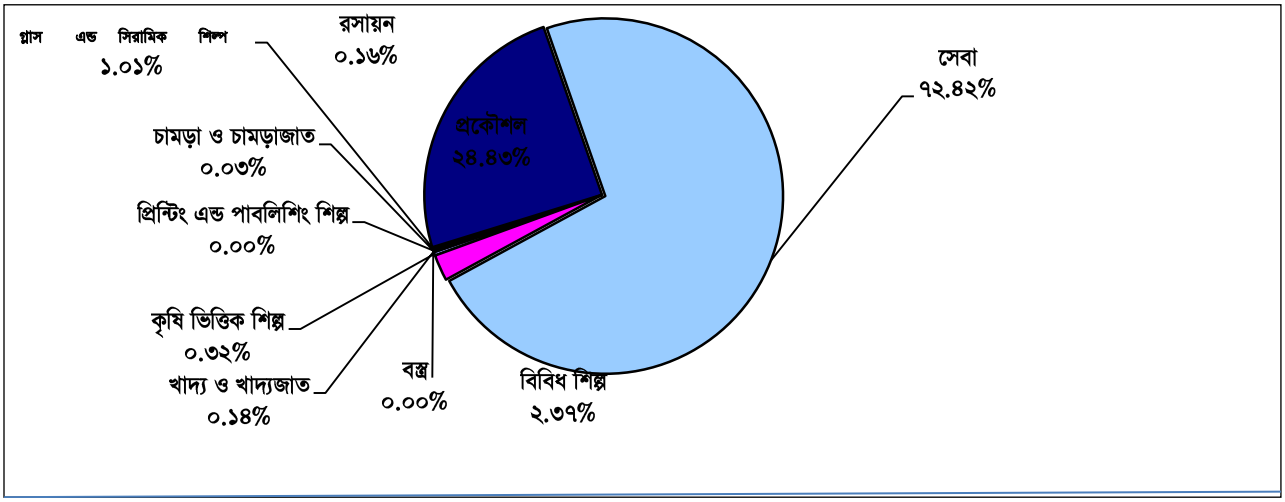

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর অঞ্চল হিসেবে পূর্ব-এশিয়া দেশসমূহ হতে প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ সর্বাধিক। এরপর রয়েছে দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর আমেরিকা এবং সিআইএসভুক্ত অঞ্চল। সারণি ১৪.৫ এ দেশভিত্তিক বিদেশি ও যৌথ প্রকল্পগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৫ঃ নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭*
১.	সৌদি আরব	৭.০৮	২.৩৬	০	০	০	৫.৫০	৪.২৪	২৪৫০.০৭
২.	আমেরিকা	৮৪৬.৭০	৭.৯১	১১০.৪৯২	৮৫.০০	১২০.৮২	১৭.২৪	১৪.৬৩	১৭৮.০১
৩.	থাইল্যান্ড	৯৭.৫২	২০১.২৮	৮১.৪৪	২৫.৭৫	১৮.৬৭	২৭.৬৭	১৫.৬১	৫৮৪.০৫
৪.	ভারত	৬৮.০০	১৯৭.৪৪	২১২০.৬৭	১৬৯.৬৩	৩৪.০৩	৩৩.৭৩	৩০.০৫	২০৯.৫০
৫.	দক্ষিণ কোরিয়া	৩২৭৭.৭২	২৪৪৭.৯৮	১১.৩৯	৭.৯০	৪.৫১	১৬১.৫৪	৬.৭৬	৯.১৯
৬.	মালয়েশিয়া	১৩৭.১১	১২.৫৬	৭.২৬	২.৩৬	৮.৫৮	৮৮.৩৯	৮৫.৭৫	২৩.৮১
৭.	নেদারল্যান্ডস	১১৩.৩৫	১৩৭.১	৩.৬০	০.৮৪	০.৬০	৪.৭৭	৪.৭০	১৫.০৮
৮.	চীন	৭২.২২	৪৯.২৬৪	১৬৪.৭২	১৬৮৩.৩২	২৫.১০	৭০.৩৯	১৯.৭৭	৬১৫৩.৮৫
৯.	যুক্তরাজ্য	৮.৮৫	৭.৩৪	৬০.৬৭	০	৫৮.১৫	৫.০২	০.৮৮	২.৬২
১০.	পাকিস্তান	১৯.৬০	৩.৯৭	০.৯১	০.৬৪	০	০	০	১.২৯
১১.	জাপান	১৪.৯৮	৮১.৭৯	৩৫.৪২	১৬.৭৭	৭.২২	৫৯.৭৯	৬.৮৪	১২.৩৭
১২.	ডেনমার্ক	০.৬৭	৩.৪১	৩.৯৫	১.০৬	০.৫১	০.০৪	০.০৪	০
১৩.	শ্রীলঙ্কা	১.০১	৯৯.৪৩	৮৯.৯২	০.১৭	০	১.৬১	১.১৬	০.২
১৪.	কানাডা	১.৮৪	৮.৪৪	৪.২৪	১.২৮	৭.১৯	০.৮৯	০.৮৪	০
১৫.	তাইওয়ান	২১.৬৩	৬.৬২	১.৫৩	৩.৬৪	১৬.৫৯	০.৮২	০	০
১৬.	সিঙ্গাপুর	১৩৩.১০	৯২.৩০	১৬.২৯	২৯.৩২	৯.৬০	১.৯৭	১.৮৯	৫৯৬.৯১

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭*
১৭.	তুরস্ক	২.৬১	৪.৭৬	৪.৪	০	২.২১	০.২৮	০.২৮	১.০২
১৮.	ইতালী	৩.৯০	১.৯০	০.৮৩	২.৩৯	১.১২	০	০	১৬.৩৭
১৯.	হংকং	৪৫.১০	১৬.১৬	২৩.৬৪	৩.৬৪	৮.৩২	২.৮৮	১.০৪	৩৮.০৬
২০.	আফ্রিকা	১.৪১	০	০	০	৩.৬২	০	০	০
২১.	আর্মেনিয়া ও রাশিয়া	৩.৫৯	০	০	০	০	০.২৩	০	৫০.১৩
২২.	বার্মুডা	০.৪২	৩১.৫৭	০	০	০	০	০	
২৩.	ফ্রান্স	১.১১	৯.৪০	২.৩২	০.৮০	০	০	০	৩.১৭
২৪.	ইন্দোনেশিয়া	১.৯০	০	০	০	০	০	০	০
২৫.	লেবানন	২৫.০৯	০	৪৬.৪০	০	১.১৩	০	০	০
২৬.	মরিশাস	১.৩৮	৪.৫৯	০	৫.১২	৫৪.৬৬	৯.৬৩	৯.৬৫	০
২৭.	ফিলিপাইন	৬.৭৪	০	০	০	০	০	০	০
২৮.	সুইডেন	১০১.৭০	১.৪৮	০.০৮	০	১৬.২৬	১.৮৩	০	১.০৬
২৯.	সুইজারল্যান্ড	০.৭০	১১.৬৯	১.৭১	০.৫৮	১৪.৮২	০	০	০
৩০.	ফিনল্যান্ড	১.৪০	০.৭১	০	০	০.৫৬	০	০	০
৩১.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	১০.৬৩	১.৯৪	১.০৩	৫২.১০	০.৩০	১.১১	০.৯০	৯.৫০
৩২.	ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড	০.৮৮	৬.৬৮	০	০	০	৮.৯৮	৮.৯৮	০
৩৩.	জার্মানী	৮৩.৮৮	২৬.৭৭	০.৩২	২.২৬	১.৩৪	৬.৫৯	৬.৫৯	০.০৪
৩৪.	অস্ট্রেলিয়া	০.০৯	০.১২	০	৬.১৮	১.০১	১.০৪	১.০৪৭	০
৩৫.	গ্রীস	০.২৬	০	০	০	০	০	০	০
৩৬.	পর্তুগাল	০	০	০	০	০		০	০
৩৭.	স্পেন	০	২.৮৭	০.৯৮	০.০২	১.৬৯	০	০	১২.০১
৩৮.	পোল্যান্ড	০	০	০	০	০.৮৯	০	০	০
৩৯.	বেলজিয়াম	০	১.২৬	০	০	০	০	০	০
৪০.	মিশর	০	০	১.১৫	০	০	০	০	০
৪১.	হাঙ্গেরী	০	০	১.২২	০	০	০	০	০
৪২.	নরওয়ে	০.২৪	২২.৭১	০.১১	০	০	০	০	০
৪৩.	ভিয়েতনাম	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৪.	জর্দান	০	০.৬৫	০	০	০	০	০	০
৪৫.	কুয়েত	০	০.৯৮	০	০	০	০	০.৮৮	০
৪৬.	অস্ট্রিয়া	০	০	০	০	০	০.৮৮	০	০
৪৭.	মাল্টা	০	৩.১২	০	০	০	০	০	০
৪৮.	ইউএসই	১.৫০	০	০	০	০	০	০	০
৪৯.	গিনি	০	০	১.১৬	০	০	০	০	০
৫০.	লিবিয়া	০	০	১.১৬	০	০	০	০	০
৫১.	সার্বিয়া	০	০	০.১৯	০	০	০	০	০
৫২.	ইয়েমেন	০	০	০	২৭.২৮	০	০.৩০	০	০
৫৩.	নাইজেরিয়া	০	০	০.৬২	০	০.৬১	০	০	০
৫৪.	লিথুনিয়া	০	০	০	০	০	০	০.৫০	০
৫৫.	ইরান	০	০	০	০	০	১.২৪	০	০
৫৬.	উজবেকিস্তান	০	০	০	০	০	০	০	২.৭১
৫৭.	বেলারুস						০		৫.৮৭৫
	মোট	**৫১১৫.৫৮**	**৩৫০৫.০২**	**২৮০০.১১**	**২১২৮.৩২**	**৪২২.৬৯**	**৫১৫.০২**	**২২৩.০৬**	**১০৩৭৭**

উৎসঃ আইআইএমসি অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড। * জুলাই- ফেব্রুয়ারি।

কর্মসংস্থান সম্ভাবনা

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম শিল্পায়ন। শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য। শিল্পখাতে বিনিয়োগের ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজরি এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাস (জুলাই, ২০১৬-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) বিলুপ্ত বিনিয়োগ বোর্ড ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধিত

প্রকল্পসমূহে ১,৯১,৯০৯ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। লেখচিত্র ১৪.৫ এ ২০১০-১১ হতে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৫ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ

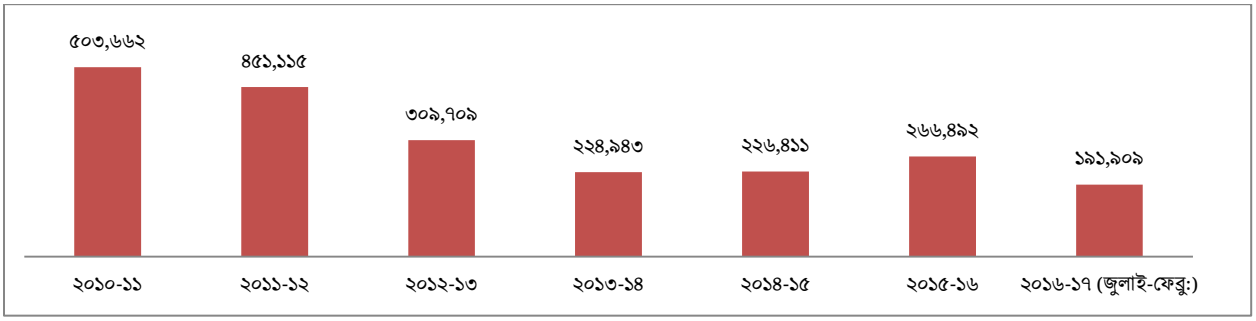

উৎসঃ মাসিক প্রতিবেদন (২০১৬-১৭), পলিসি এ্যাডভোকেসী অধিশাখা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাছাই কমিটি কর্তৃক বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করে থাকে। বিলুপ্ত বিনিয়োগ বোর্ড ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাবের তথ্য সারণি ১৪.৬ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৪.৬ঃ অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব ও ঋণের পরিমাণ

পঞ্জিকা বছর	অনুমোদিত ঋণ প্রস্তাব (সংখ্যা)	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (মিঃ মাঃ ডলার)
২০১০	২০	৩০২.৭৭
২০১১	২৪	৯০৯.২৭
২০১২	৬২	১৪৬৬.৭১
২০১৩	১০২	১১৮২.২৯
২০১৪	১২৬	১৮২৭.১৭
২০১৫	১২৯	১৯০০.২৫
২০১৬	১৫২	১৪০৪.৬৬
২০১৭*	৪২	২২৫.৪০
মোট	৬৭৫	৯৬৯৬.৬২

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বাণিজ্যিক অফিস অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বাংলাদেশে বিদেশি কোম্পানির ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপন ও মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করে থাকে। সারণি ১৪.৭ এ ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জুলাই,২০১৬-ফেব্রুয়ারি,২০১৭) অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি) স্থাপনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৭ঃ অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস এর পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	ব্রাঞ্চ অফিস	লিয়াজোঁ	প্রতিনিধি
২০১৩-১৪	৯৬	২১৫	৭
২০১৪-১৫	১২০	২৪৯	১১
২০১৫-১৬	১০৩	২২৪	১৪
২০১৬-১৭ *	৬৭	১২৪	১০
মোটঃ	৩৮৬	৮১২	

উৎসঃ নিবন্ধন ও সহায়তা বৈদেশিক শিল্প অধিশাখা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) বিনিয়োগ পরিস্থিতি

নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে দেশে ৮টি ইপিজেড রয়েছে। এগুলো হলো চট্টগ্রাম, ঢাকা, মোংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী। এই আটটি ইপিজেডে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৫৮৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪৫৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বর্তমানে উৎপাদনরত এবং অবশিষ্ট ১২৮টি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৪,২১৫.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে

ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে ক্রমপুঞ্জিভূত রপ্তানির পরিমাণ ৫৭,০৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ইপিজেডসমূহে মোট রপ্তানি হয়েছে ৪,২২৪.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে একই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩,৭৪৮.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট ৪,৬৩,৫৪৮ জন বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে, এর মধ্যে ৬৪ শতাংশই নারী।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা)

দেশব্যাপী অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের একটি পরিকল্পিত সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অধিভুক্ত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা)র মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানে বেজা কাজ করছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ ও সমৃদ্ধি রক্ষার পাশাপাশি নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। নতুন নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগ বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকার 'বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫' প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার অধীনে কৃষিভিত্তিক, শিল্প সম্পর্কিত, উৎপাদনমূলক, সেবামূলক, বাণিজ্যিক, প্রযুক্তিগত, পর্যটন, আবাসন, বিনোদন বা বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় অনুমোদন প্রদান করা হয়। এছাড়াও, এ সংক্রান্ত যাবতীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদির প্রবিধানও 'বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫' এ রাখা হয়েছে।

অনুমোদিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের তালিকা

সরকার সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৭৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫৬টি সরকারিভাবে এবং অবশিষ্ট ২০টি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। সরকারিভাবে অনুমোদিত অঞ্চলগুলো হলোঃ

১. আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চল, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ২. আনোয়ারা- ২ অর্থনৈতিক অঞ্চল, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ৩. মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, মীরসরাই, চট্টগ্রাম, ৪. নাফ ট্যুরিজম পার্ক, টেকনাফ, কক্সবাজার, ৫. কক্সবাজার স্পেশাল ইকোনমিক জোন, মহেশখালী, কক্সবাজার, ৬. মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-১, মহেশখালী, কক্সবাজার, ৭. মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল- ২,কালারমারছড়া,মহেশখালী, কক্সবাজার, ৮. মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩, ধলঘাটা কক্সবাজার, ৯.মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল, কালারমারছড়া, কক্সবাজার, ১০.সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, টেকনাফ, কক্সবাজার, ১১. মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কক্সবাজার , ১২. ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চল, সোনাগাজী, ফেনী, ১৩. পটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, পটিয়া, চট্টগ্রাম, ১৪. মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, মহেশখালী, কক্সবাজার, ১৫. আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি, ১৬. আশুগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ১৭. মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল, মোংলা, বাগেরহাট, ১৮. মোংলা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Indian SEZ), মোংলা, বাগেরহাট, ১৯. সুন্দরবন ট্যুরিজম পার্ক, শরণখোলা, বাগেরহাট, ২০. খুলনা অর্থনৈতিক অঞ্চল-১, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ২১. খুলনা অর্থনৈতিক অঞ্চল- ২, তেরখাদা, খুলনা, ২২. রামপাল অর্থনৈতিক অঞ্চল, রামপাল, বাগেরহাট,২৩. ঢাকা অর্থনৈতিক অঞ্চল, দোহার, ঢাকা, ২৪. ঢাকা এসইজেড, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, ২৫. শ্রীপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, শ্রীপুর, গাজীপুর, ২৬. নরসিংদী অর্থনৈতিক অঞ্চল, নরসিংদী সদর, নরসিংদী, ২৭. নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, বন্দর ও সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ২৮. নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ২৯. আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ, ৩০. আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল-২, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ, ৩১. গজারিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ, ৩২. মানিকগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিবালয়, মানিকগঞ্জ, ৩৩. ময়মনসিংহ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ, ৩৪. ময়মনসিংহ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ৩৫. জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল- ২, জামালপুর সদর, জামালপুর, ৩৬. জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, জামালপুর সদর, জামালপুর, ৩৭. শেরপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, শেরপুর সদর, শেরপুর, ৩৮. নেত্রকোনা অর্থনৈতিক অঞ্চল- ১, নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা, ৩৯. শরীয়তপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর, ৪০. শরীয়তপুর অর্থনৈতিক

অঞ্চল, জাজিরা, শরীয়তপুর, ৪১. গোপালগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ, ৪২. গোপালগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল- ২, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ, ৪৩. সিলেট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, গোয়াইনঘাট, সিলেট, ৪৪. শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার, ৪৫. হবিগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ, ৪৬. নীলফামারী অর্থনৈতিক অঞ্চল, নীলফামারী সদর, নীলফামারী, ৪৭. কুষ্টিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, ৪৮. কুড়িগ্রাম অর্থনৈতিক অঞ্চল- ১, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম, ৪৯. রাজশাহী অর্থনৈতিক অঞ্চল, পবা, রাজশাহী, ৫০. নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল, লালপুর, নাটোর, ৫১. বগুড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল- ১, শাজাহানপুর, বগুড়া, ৫২. পঞ্চগড় অর্থনৈতিক অঞ্চল, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়, ৫৩. ভোলা অর্থনৈতিক অঞ্চল, ভোলা সদর, ভোলা, ৫৪. আগৈলঝাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল, ৫৫. মাদারীপুর ইকোনমিক জোন, ৫৬. ফরিদপুর ইকোনমিক জোন।

অনুমোদিত বেসরকারি ২০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল

১. এ.কে.খান এন্ড কোম্পানী লি: ইকোনমিক জোন, পলাশ, নরসিংদী, ২. আবদুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চল, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ, ৩. বেসরকারি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, "গার্মেন্টস শিল্প পার্ক", গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ, ৪. মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ৫. মেঘনা ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ৬. ফমকম ইকোনমিক জোন, রামপাল, বাগেরহাট, ৭. কুমিল্লা ইকোনমিক জোন, মেঘনা, কুমিল্লা, ৮. আমান ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ৯. বে ইকোনমিক জোন, কোনাবাড়ী, গাজীপুর, ১০. সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোন, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, ১১. এ্যালায়েন্স ইকোনমিক জোন, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১২. আরিশা ইকোনমিক জোন, সাভার, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, ১৩. ইউনাইটেড সিটি আইটি পার্ক লি:, ঢাকা, ১৪. ইস্ট-কোস্ট গ্রুপ ইকোনমিক জোন, বাহুবল, হবিগঞ্জ, ১৫. সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, ১৬. বসুন্ধরা ইকোনমিক জোন, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, ১৭. ইস্ট-ওয়েস্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, ১৮. সিটি ইকোনমিক জোন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ১৯. সিটি স্পেশাল ইকোনমিক জোন, ডেমরা, ঢাকা, ২০. আকিজ ইকোনমিক জোন, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার এই কার্যক্রম এখন কেবল অনুমোদন প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তব কার্যক্রম শুরু হতে চলেছে। ইতোমধ্যে তিনটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিকট জমি বরাদ্দের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এপ্রিল, ২০১৭ পর্যন্ত শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, শেরপুর, মৌলভীবাজার; মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, মীরসরাই, চট্টগ্রাম এবং ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চল, সোনাগাজী, ফেনী এই তিনটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি বরাদ্দের আহবান জানিয়ে বিবরণপত্র (প্রসপেক্টাস) প্রকাশ করেছে। কারখানা স্থাপনের জন্য বিনিয়োগকারীদের সরাসরি জমি বরাদ্দ দেয়া হবে।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারত্ব (Public Private Partnership-PPP)

বর্তমান সময়ে কেবল পৃথকভাবে নেয়া সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন সম্ভবপর নয়। তাই, বিশ্বজুড়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশও উন্নয়নের এই নতুন মডেল নিয়ে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উন্নয়ন ধারাকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার প্রধান উপাদান হচ্ছে আধুনিক, গতিশীল এবং নিরন্তর সেবা প্রদানে সক্ষম অবকাঠামো গড়ে তোলা। নির্ভরযোগ্য ও টেকসই অবকাঠামো ব্যবস্থা নিশ্চিত করে দেশে বর্ধিত বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমুন্নত রাখাই পিপিপি তত্ত্বের মূল লক্ষ্য। ব্যক্তিখাতের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে উন্নয়নের নতুন এই মডেল কাজ করছে।

বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি আইন, ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য এ খাতে আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। প্রকল্প প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এসব ব্যবস্থার ফলে দেশের অবকাঠামো নির্মাণে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (BIFFL) নামক ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর অনুকূলে ২৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ৮টি খাতে বর্তমানে ৪৫টি প্রকল্প নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৪,৮৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে ৮টির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্পসমূহের তালিকা সারণি ১৪.৮ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৪.৮ঃ অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
	পরিবহণ খাত	
১	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (চুক্তি স্বাক্ষরিত)	১২০০
২	মংলা বন্দরে ২টি জেটি নির্মাণ	৫০
৩	খান জাহান আলী বিমানবন্দর, বাগেরহাট	৩০০
৪	ঢাকা বাইপাসচার লেনে উন্নীতকরণ	৩৫০
৫	শান্তিনগর-মাওয়া ফ্লাইওভার নির্মাণ	৩০০
৬	হেমায়েতপুর - মানিকগঞ্জ পিপিপি সড়ক নির্মাণ	১০০
৭	ঢাকা-চট্টগ্রাম এ্যাকসেস কনেট্রাল হাইওয়ে	৩৬০০
৮	লালদিয়া বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ	৬০
৯	খানপুরে অভ্যন্তরীণ কনেটনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা	৩০
১০	ধীরাশ্রম রেলস্টেশনে নতুন আইসিডি নির্মাণ	২০০
১১	পাটুরিয়া-গোয়লন্দতে ২য় পদ্মাসেতু নির্মাণ	১৫০০
১২	৩য় সমুদ্র বন্দর	১২০০
১৩	হাতিরঝিল- রামপুরা সেতু	২০০
	অর্থনৈতিক জোন	
১	কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক নির্মাণ	২৩৫
২	মংলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৭০
৩	মহাখালিতে আইটি ভিলেজ নির্মাণ	২০
৪	মিরেরসরাইয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	১০০
৫	শ্রীহট্ট (শেরপুর) অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৭০
৬	আনোয়ারা,চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৬০০
৭	সিলেটে হাইটেক পার্ক নির্মাণ	৬৫
৮	সিরাজগঞ্জে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	২০০
৯	জামালপুরে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৪০
	পর্যটন খাত	
১	কক্সবাজারে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	১০০
২	জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রামে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ	১০০
৩	কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (মোটেল উপল)	৪৫
৪	সাবরাং এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোন প্রতিষ্ঠা	২৫০০
৫	সিলেটে পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণ (বিদ্যমান পর্যটন হোটেলে)	৪৫
৬	পাঁচ তারকা হোটেল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুজগুন্নি, খুলনা	৩০
৭	তিন তারকা হোটেল, পশুর, মোংলা, বাগেরহাট	১৫
	স্বাস্থ্য খাত	
১	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার নির্মাণ	২
২	ঢাকার কিডনী হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার স্থাপন	১
৩	বয়স্ক নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও হসপিটালিটি কমপ্লেক্স নির্মাণঃ অবসর	৬
৪	সৈয়দপুরে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৫	পাকশীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৬	খুলনায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও ২৫০ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ	১০০
৭	চট্টগ্রামের সিআরবিতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকায়ন	৩০
	আবাসন খাত	
১	মিরপুরে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ	৬০
২	চট্টগ্রামে রেলওয়ের জমিতে হোটেল-কাম-গেস্ট হাউস ও শপিং মল নির্মাণ	১০
৩	খুলনায় রেলওয়ের জমিতে হোটেল-কাম-গেস্ট হাউস ও শপিং মল নির্মাণ	৩০
৪	চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন ও আবাসিক এ্যাপাটমেন্টনির্মাণ	১০০
৫	নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য ঢাকায় বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (ঝিলমিল প্রকল্প)	৯০০
	শক্তি খাত	
১	চট্টগ্রামের কুমিরাতে এলপিজি বটলিং প্লান্ট স্থাপন	৩৫
	শিক্ষা খাত	
১	কমলাপুরে মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	১০০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
	সামাজিক অবকাঠামো খাত	
১	টঙ্গীতে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র হাসপাতাল উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভবননির্মাণ (পিপিপি ভিত্তিতে)	৫
২	চাষাড়া, নারায়নগঞ্জে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র হাসপাতাল উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভবননির্মাণ (পিপিপি ভিত্তিতে)	৫
	সর্বমোট	**১৪,৮৫৯**

উৎসঃ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব কর্তৃপক্ষ।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ তথা দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ শিল্পের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির অবারিত সুযোগ রয়েছে। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহ প্রদান ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এ সব সম্ভবনাকে প্রাধান্য দিয়ে স্বল্প আয়ের মানুয়ের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সরকার ঋণ বিতরণ করে আসছে। এ খাতের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। তাছাড়া, নতুন উদ্যোক্তাদের স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল সরবরাহের জন্যে 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে নতুন তহবিল' চালু আছে।

বাংলাদেশে কর্মরত সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ২০১৬ সালে ৬,৩৪,৫৭৪টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,৪১,৯৩৫,৩৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। ঋণ বিতরণের এই হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২২.৪৯ শতাংশ বেশী। একই সময়ে ৪১,৬৭৫টি এসএমই নারী প্রতিষ্ঠানের জন্যে ৫,৩৪৫.৬৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৫ সালে এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৪,২২৬.৯৯ কোটি টাকা।

টেলিযোগাযোগ খাত

টেলিযোগাযোগ উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বেসরকারি বিনিয়োগ টেলিযোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। ২০০৪ সালে দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক ছিল মাত্র ৪০ লক্ষ; জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.৮৩ কোটিতে। তন্মধ্যে ১২.৪৫ কোটি গ্রাহকই বেসরকারি নানা কোম্পানির মোবাইল ফোন সেবা গ্রহণ করছেন। বর্তমানে মোবাইল ফোন খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১০ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ খাত থেকে বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ও ভ্যাট আদায় হচ্ছে, যা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বেসরকারি খাতের বিকাশের ফলে সেলুলার মোবাইল টেলিকম অপারেটরদের মধ্যে সেবা প্রদানে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, অপারেটরদের ফিক্সড ফোন ও মোবাইল কোম্পানির ট্যারিফ পূর্বের তুলনায় ১৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। ফলে জনগণের পক্ষে স্বল্প মূল্যে দেশ-বিদেশে টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে। ফিক্সডফোনের ক্ষেত্রেও নানা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। টেলিযোগাযোগ সুবিধা জনগণের নিকট সহজলভ্য এবং সহনীয় মূল্যে পৌঁছানোর বিটিআরসি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে টেলিফোন বিশেষ করে মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা ধারণাতীত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধ্যায় -১১তে টেলিযোগাযোগ খাত বিষয়ক বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাত

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি), রেন্টাল পাওয়ার প্রডিউসার (আরপিপি) এবং ইনভেস্টমেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি) এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ৭,০৫৪ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৫,৫২৫ মেগাওয়াট এবং ভারত হতে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানীসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,৩৭৯ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) মোট ৩২,৯৯৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি খাতে ১৪,৯৮০.৩১ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা এবং বেসরকারি খাতে ১৭,৯৪৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপদিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে ৪৭ শতাংশই পাওয়া গেছে বেসরকারি খাত থেকে, ৪৫ শতাংশ এসেছে সরকারি খাত থেকে এবং অবশিষ্ট ৮ শতাংশ আমদানি করা হয়েছে।

শিক্ষা খাত

সকল স্তরে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ভূমিকা রেখে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত সংখ্যক আসনে উচ্চ শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলা করা সম্ভবপর নয় বিধায় সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করছে। তবে বেসরকারি খাতে শিক্ষার গুণগত মান ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সরকার বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্যে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে এ পর্যন্ত ৯২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ইতোমধ্যে 'জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০' এর প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে এবং বিশ্বমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে 'এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ, ২০১২'-এর প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান প্রদান করছে। অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির কিছু ঔষধ ছাড়া দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধই স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হচ্ছে। বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে ৬৮টি মেডিকেল কলেজ, ২৪টি ডেন্টাল কলেজ, ১০টি স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউশন, ২০০টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট স্কুল, ৯৭টি ইনস্টিটিউশন অব হেলথ টেকনোলজি এবং ২৪টি নার্সিং কলেজ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দেশের ৫৪টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশসহ বিশ্বের ১২৭টি দেশে রপ্তানি করছে। দেশে সর্বমোট ২৬৭টি এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বছরে ২৬,৯১০ ব্রান্ডের ২,২৪৭.০৫ কোটি টাকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উৎপাদন করছে। এর পাশাপাশি জাতীয় স্বাস্থ্যসেবায় আইনগত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধের অবদানও উল্লেখযোগ্য। ২০১৫ সালে ১,০০৮.০৮ কোটি টাকার এবং ২০১৬ সালে ২,২৪৭.০৫ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি করা হয়েছে।

বীমা খাত

ব্যবসা ঝুঁকি হ্রাস ও জনগণের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানে বীমা খাত নিরলসভাবে কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দুটি প্রতিষ্ঠান 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন' ছাড়াও বর্তমানে দেশে ৭৫টি বেসরকারি বীমা কোম্পানি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি বীমা কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৪৫টি সাধারণ বীমা ও ৩০টি জীবন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে বীমা শিল্প প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৫ সালে সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ২,৮৩৯.৩৬ কোটি টাকা, মাত্র এক বছরেই তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২,৯৮৩.১৫ কোটি টাকা। আয় বৃদ্ধির হার ৫.০৬ শতাংশ। সারণি ১৪.৯ তে সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের চিত্র উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৪.৯ঃ সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ (%)	বেসরকারি খাতের অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি খাতঃসাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি খাতঃসাধারণ বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০০৫	১৫৭.৮	৭০৯.৫	৮৬৭.৩	১৮.২	৮১.৮	১৩.৫	১৮.২	১৭.৩
২০০৬	১৮৬.০	৭৯৭.৬	৯৮৩.৬	১৮.৯	৮১.১	১৭.৯	১২.৪	১৩.৪
২০০৭	২২৪.৯	৯৪১.৭	১,১৬৬.৬	১৯.৩	৮০.৭	২০.৯	১৮.১	১৮.৬
২০০৮	২৫৩.৫	১১১৬.৪	১,৩৬৯.৯	১৮.৫	৮১.৫	১২.৭	১৮.৬	১৭.৪
২০০৯	২৮৫.২	১২২৮.৪	১,৫১৩.৬	১৮.৮	৮১.২	১২.৫	১০.০	১০.৫

২০১০	২৯৪.৩	১৪৮৮.৪	১,৭৮২.৭	১৬.৫	৮৩.৫	৩.২	২১.২	১৭.৮
২০১১	৩৪৬.৫	১৭২৭.৪	২,০৭৩.৯	১৬.৭	৮৩.৩	১৭.৭	১৬.১	১৬.৩
২০১২	৩৮৬.৫	২৩৯৪.১	২,৭৮০.৬	১৩.৯	৮৬.১	১১.৫	৩৮.৬	৩৪.১
২০১৩	৩৬৭.৯	১৯০৩.২	২,২৭১.১	১৬.২	৮৩.৮	-৪.৮	-২০.৫	-১৮.৩
২০১৪	৮০০.৮৯	২২২৯.৫২	৩০৩০.৪১	২৬.৪৩	৭৩.৫৭	১১৭.৬৯	১৭.১৫	৩৩.৪৩
২০১৫	৪০৩.৭১	২৪৩৫.৬৫	২৮৩৯.৩৬	১৪.২২	৮৫.৭৮	-৪৯.৬	৯.২৫	-৬.৩০
২০১৬ (অনিরীক্ষিত)	৪৩৩.৬৮	২৫৪৯.৪৭	২৯৮৩.১৫	১৪.৫৪	৮৫.৪৬	৭.৪২	৪.৬৭	৫.০৬

উৎসঃ বীমা অধিদপ্তর

অন্যদিকে, সরকারি 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও ৩০টি বেসরকারি জীবন বীমা কোম্পানি ২০১৬ সালে জীবন বীমা প্রিমিয়াম হিসেবে আয় করেছে ৭,৬১২.১০ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ২৮৯.৩২ কোটি টাকা বেশী।

সরকারি ও বেসরকারি জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.১০ এ বর্ণনা করা হলোঃ

সারণি ১৪.১০ঃ জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ (%)	বেসরকারি খাতের অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০০৫	২০৩.৭	১৮৪১.০	২০৪৪.৭	১০.০	৯০.০	১৪.৬	৩৭.৮	৩৫.১
২০০৬	২২৩.৪	২৪৫৯.৫	২৬৮২.৯	৮.৩	৯১.৭	৯.৭	৩৩.৬	৩১.২
২০০৭	২৬৫.০	২৯১৬.৫	৩,১৮১.৫	৮.৩	৯১.৭	১৮.৬	১৮.৬	১৮.৬
২০০৮	৩০৭.৮	৩৫৯৭.৫	৩৯০৫.৩	৭.৯	৯২.১	১৬.২	২৩.৩	২২.৮
২০০৯	৩৩৪.৭	৪৫৯৫.৮	৪৯৩০.৫	৬.৮	৯৩.২	৮.৭	২৭.৭	২৬.৩
২০১০	৩৪৬.০	৫৫০৮.৯	৫৮৫৪.৯	৫.৯	৯৪.১	৩.৪	১৯.৯	১৮.৭
২০১১	৩০৭.৯	৫৯৭৩.৫	৬২৮১.৪	৪.৯	৯৫.১	-১১.০	৮.৪	৭.৩
২০১২	৩৪৩.২	৬২৪৩.৯	৬৫৮৭.১	৫.২	৯৪.৮	১১.৫	৪.৫	৪.৯
২০১৩	৩২৬.০	৬,১০২.০	৬৪২৮.০	৫.১	৯৪.৯	-৫.০	-২.৩	-২.৪
২০১৪	৩৮৯.৯৩	৬৬৮৭.৯৮	৭০৭৭.৯১	৫.৫১	৯৪.৪৯	১৯.৬১	৯.৬	৯.১৮
২০১৫	৪০২.৮৬	৬৯১৯.৯২	৭৩২২.৭৮	৫.৫০	৯৪.৫০	৩.৩১	৩.৪৭	৩.৪৬
২০১৬ (অনিরীক্ষিত)	৪০০.২৫	৭২১১.৮৫	৭৬১২.১০	৫.২৬	৯৪.৭৪	-০.৬৫	৪.২২	৩.৯৫

উৎসঃ বীমা অধিদপ্তর